Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 54 - 59
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পরিবেশ ভাবনা ও প্রেমের অনুষঙ্গ

সৌমিলি দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: soumili.debnath99@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
The Contemplation, Symbol of Beauty, Environmental Thinking, Love, Create.

Abstract
In the flow of life, the relationship of nature and environment with every human being is eternal. The forested green environment, the human mind seeks a way to get rid of daily work, monotonous living and mechanical life in the proximity of nature. In the field of literary creation, almost all poets or writers write about the environment. It is evident in the life of love. In the poems of Shankha Ghosh, environment-thinking and love-thinking have been developed as a result of the poet's deep feelings and love for nature. There is a deep appeal in the poems in the light of his thoughts and beauty. In his various poems, along with the environment, the context of love has been caught very smoothly.

Discussion

জীবনানন্দ পরবর্তী সময়ের বিশিষ্ট পাঁচজন কবি, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসু – এই পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকের কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার অবস্থান ছিল নানাদিক থেকে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর কবিতায় একদিকে পাঠক যেমন খুঁজে পায় স্বদেশ চেতনার অভিব্যক্তি, তেমনি অন্যদিকে ভাষা পেয়েছে সর্বত্র চলার পথে মানুষের জীবনের নানা উদ্ভাস। সামাজিক নানা অসঙ্গতির কথা ব্যক্ত করলেও শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মানবিক বোধের পাশাপাশি নিবিড়ভাবে ধরা দিয়েছে অসাধারণ পরিবেশ ভাবনা। তাঁর কবিতায় যেন প্রকৃতির সুরের আভাস আপন মগ্নতা নিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কর্মব্যস্ত মানুষ ক্লান্ত হয়ে কখনো কখনো আশ্রয় খোঁজে প্রকৃতির কাছে। জীবনের চলার পথে মাঝে মাঝে সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির সাহচর্য। উন্মুক্ত আকাশ, উদার প্রকৃতি, দিগন্তরেখা এসব কিছু মানুষকে হাতছানি দেয় নতুন উদ্যমে বাঁচার। ঠিক যেভাবে প্রকৃতির নিয়মে রাতের পরে দিন যে আসে। সেভাবে অন্ধকার দিক, বিষণ্ণতা,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 54 - 59
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনেক খারাপ লাগা জীবনে এসে ভিড় করলেও নতুন আলোর দিশার দিকে ধাবিত হয় মানুষের মন। নইলে, বেঁচে থাকাটাই যে হত এক কঠিন দায়। কবি শঙ্খ ঘোষও তাই অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে সময় খুঁজে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে।

স্বপ্ন আর বাস্তবের দোলাচলে, আনন্দ আর বেদনার বুননে কবি শঙ্খ ঘোষের অনেক কবিতাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কখনও সম্পূর্ণভাবে না পাওয়ার বেদনা, কখনও প্রেমের অস্তিত্বের অসহ্য পুলকও ভাষা পেয়েছে তাঁর কবিতায়। হাত দিয়ে হাত ছুঁয়ে, কথা দিয়ে, মন হাতড়িয়ে যখন সামান্যই কিছু পাওয়া যায়, তখন সেই হাত ধরা, কথা বলার আকুতি, অনুভূতিগুলো প্রকৃতির অনুষঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক অন্য ভাষা পায়। যা একান্তই মনের ভাষা, মনের কথা। কবি লিখেছেন-

> "নদী খুব নদী নয়, ভেজায় পায়ের মূল, পাতা
> প্রেম তত প্রেম নয়, ঘিরে আছে সীমানা কেবল
> শ্মশানও তেমন ধুনি সাধনার বিশালতা নয়
> রাত্রি শুধু বীজময়, ভোর শুধু ভোরের বাগিচা।"[১]

নদীর পাশাপাশি সমুদ্রের কল্লোলেও শোনা যায় প্রেমের প্রতিধ্বনি। উদ্দাম হাওয়ায় মিশে থাকে প্রেমিকের স্পর্শ যেন। কিন্তু হঠাৎ দুলে ওঠা নৌকার মতো সম্ভব-অসম্ভবের সীমানায় দাঁড়িয়ে আশার উদ্বেগে কাঁপতে থাকা মনটির পরিচয় পেতে চেয়ে কবি লিখেছেন-

> "তুমি কি কবিতা পড়ো? তুমি কি আমার কথা বোঝো?
> ঘরের ভিররে তুমি? বাইরে একা বসে আছো রকে?
> কঠিন লেগেছে বড়ো? চেয়েছিলে আরো সোজাসুজি?
> আমি যে তোমাকে পড়ি, আমি যে তোমার কথা বুঝি।"[২]

দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে জীবনের দর্শন। কবি শঙ্খ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন দু-চার কথায়, সাধারণ অনুষঙ্গে। সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, রোজকার জীবনযাপন নিয়ে গাঁথা হয়েছে তাঁর অনেক কবিতা। প্রকৃতিতে আবহমান কাল ধরে চলেছে নিরন্তর প্রাণের প্রবাহ। উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, মানুষ – সবার মধ্যেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহ বয়ে চলেছে উত্তরসূরীদের মধ্য দিয়ে। মানুষ যেমন তাদের পূর্বপুরুষের ধারাকে বহন করে চলেছে, একটি গাছও সেভাবেই এই ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে। আধার বদলে গেলেও প্রকৃতি আলো-বাতাসের স্পর্শ দিতে কোনো কার্পণ্য করে না। জীবনে পরিবারের পাশাপাশি পথ চলতে গড়ে ওঠে এমন কত সম্পর্ক। কিছু ভালো, কিছু বা তিক্ততায় ভরপুর। তবু, মানুষ বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে।

দুরন্ত পিপাসায় প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার থেকে খুঁজে নেয় প্রাণপ্রাচুর্য। এভাবে আবহমান কাল ধরে চলতে থাকে জীবনের গতি। প্রতিদিনকার জীবনে মানুষ প্রতিনিয়ত যন্ত্রণাপিষ্ট হয়। কিন্তু, প্রকৃতির বাগানের ফুলের সৌন্দর্য ক্ষণিক সময়ের জন্য শোভা দান করলেও, সেই গাছ ও ফুল জানে এখানেই সব শেষ নয়। সেভাবে মানুষের জীবনধারাও অতিবাহিত হয়। মাটি, প্রকৃতির টানে, জীবনকে ভালোবেসে বেঁচে থাকার এক তাগিদ অনুভূত হয়। সেই অনুভূতিকে এড়াতে পারেন নি কবি শঙ্খ ঘোষও। 'পৃথিবীর জন্য' কবিতায় তিনি লিখেছেন-

> "আমার দুঃখের রাত্রে পৃথিবীকে কৃপণের মতো
> ভালোবাসি, সে আমার জয় নয়, ভীরুর আশ্রয়!
> আমার আশ্লেষ-জীর্ণ পৃথিবীকে ভিন্ন করো করো,
> প্রচণ্ডের বর্শা তুলে বুকে বিঁধে আমাকে আহত
> করো তুমি, রেণু রেণু করে তুমি আমাকে বিলয়

করো আর পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে থরোথরো
ব্যাপ্ত করো সেই রেণু! আমার জীবন থেকে বড়ো
পৃথিবী বিস্তৃত করো দৃঢ় মেঘে তৃণে সূর্যে, ভয়
জীর্ণ তার ঝড়ে।”[৩]

তাইতো প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অনেক যন্ত্রণায়, অন্ধকারের গর্ভ চিরে নতুন আলোর মতো নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকৃতির নির্মলতায়, প্রেমে, জীবনের প্রবল বিস্তারে শুভ্র নবকায়ায় জন্ম নেয় নতুন প্রাণ। কবি লিখেছেন-

“এ কোন্ চঞ্চল প্রাণ অন্ধকার যন্ত্রণার গর্ভচ্ছেদ ক’রে
বর্বর-আদিম-শাপ মুক্ত হতে চায় বারবার,
নিত্য চায় বহির্মুখ শিশুসূর্য শিশুকলি শিশুসুন্দরের
অন্তরীণ আলোকণা সোনালি জটাতে রচে শুভ্র নবকায়া।
এ কোন্ চঞ্চল প্রাণ বন্ধদ্বার দেয়ালে দেয়ালে
অনিবার মাথা কুটে বীভৎস রক্তিম উপহাসে
নিত্য চায় বহির্মুখ শিশুসূর্য শিশুকলি শিশুসুন্দরের
শুভ্র নবকায়া!”[৪]

যে কোনো মানুষ তার জীবনে কর্মব্যস্ততা, অবসর বিনোদনের বাইরে গিয়ে কখনো কখনো নিজের মুখোমুখি হতে চায়। নিভে আসা গোধূলির আলো, ধান-কাটা মাঠ, চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা, জংলি ফুল, উড়ে চলা পাখি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে দেখার চেষ্টায় নিমগ্ন হতে চায় হৃদয়। অবসন্নতার মাঝে বিপন্ন বিস্ময়েও খুঁজে নিতে চায় বেঁচে থাকার মানে। প্রকৃতি সেখানে বন্ধু স্বরূপে ধরা দেয়। সময় আর অন্ধকারের বেড়াজাল পেরিয়ে সকলেই চেষ্টা করে আলো খুঁজে পেতে। কবিও সেই আলোর আবেগে বিষণ্ণ হৃদয়ে জেগে উঠে আলোর স্তরে জীবনকে উন্নীত করার প্রয়াসে মাঝে মাঝে আশ্রয় খোঁজেন প্রকৃতির অনুষঙ্গে। যেমন, শঙ্খ ঘোষ তাঁর ‘সকালবেলার আলো’-লেখার কিছুদিন পরের যে গল্পটি লিখতে শুরু করেছিলেন, সেটি হল ‘সুপুরিবনের সারি’। তখন সবেমাত্র এসেছে স্বাধীনতা। দেশ বিভক্ত হয়েছে দুই ভাগে। সেই সময়ে গল্পের অন্যতম চরিত্র নীলু চলেছে তাদের গ্রামের বাড়িতে। নীলুর ঠাকুরদা এবং দাদামশায়ের একই গ্রাম। কিন্তু সেই গ্রামের বাড়িতে ঠাকুরদাও নেই, কেউই নেই। ছোটবেলা থেকে তারা মামাবাড়িতেই বেশি বেড়ে উঠেছে। তাই বাড়ির কথা বললে নীলুরা বোঝে মামাবাড়ির কথা। একবার পুজোর সময় ছুটিতে খালে, নদীতে ঘেরা সেই বাড়িতে যাবার পথে, একদিন খুব রাত্রিবেলায় নীলুর স্টিমারে করে যাওয়ার কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল গল্পের কাহিনি। বলাবাহুল্য, বইটির নাম থেকে শুরু করে পুরো গল্পের কাহিনি জুড়ে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় যেন আর এক চরিত্র স্বরূপই ধরা দিয়েছে পাঠকের কাছে। যে প্রকৃতি প্রতিটি মানুষ ও জীবের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যার কোলেই সকলের বেড়ে ওঠা। আর সেই প্রকৃতির কোলে ছোট থেকে বেড়ে উঠতে উঠতে মানুষ এক সময় আত্মানুসন্ধানের দিকে যেতে চায়। শঙ্খ ঘোষও তাঁর নিজের জীবনে সেই আত্মানুসন্ধান করেছেন। কখনো আমি কী, আমি কী হতে চাই, সম্পর্কের নানা নিবিড়তার দিক, বিচ্ছেদ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি – এরূপ সব ভাবনার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আপন আত্মাকে প্রকৃতির অনুষঙ্গে মিশিয়ে দেন কবি শঙ্খ ঘোষ। যেমন একটি কবিতায় হৃদয়ের অন্তর্বিরোধে তিনি লিখেছেন-

“দেখা হবে তুলসীতলায় দেখা হবে বাঁশের সাঁকোয়
দেখা হবে সুপুরিবনের কিনারে
আমরা ঘুরে বেড়াব শহরের ভাঙা অ্যাসফল্টে অ্যাসফল্টে
গনগনে দুপুরে কিংবা অবিশ্বাসের রাতে

কিন্তু আমাদের ঘিরে থাকবে অদৃশ্য কত সুতনুকা হাওয়া
ওই তুলসী কিংবা সাঁকোর কিংবা সুপুরির
হাত তুলে নিয়ে বলব, এই তো, এইরকমই, শুধু
দু-একটা ব্যথা বাকি রয়ে গেল আজও
যাবার সময় হলে চোখের চাওয়ায় ভিজিয়ে নেব চোখ
বুকের ওপর ছুঁয়ে যাব আঙুলের একটি পালক
যেন আমাদের সামনে কোথাও কোনো অপঘাত নেই আর
মৃত্যু নেই দিগন্ত অবধি”[৫]

এহেন অন্তর্বিরোধের পাশাপাশি অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক এক আত্ম-তিরস্কারেও জন্ম নিয়েছে কবি শঙ্খ ঘোষের বেশ কিছু কবিতা। যেমন, ‘চাবি’ কবিতাটি। সেখানে কবি লিখেছেন-

“জাল করেছে জাল করেছে ওরা আমার সই
জাল করেছে – ব’লে যেমন ধরতে গেলাম চোর
ঘুরিয়ে দিয়ে মুখ
দেখি, এ কী, এ তো আমিই, আমিই দুঃসাহসে
জাল করেছি জাল করেছি, হা রে আমার সই
জাল করেছি আমি আমার সর্বনাশের চাবি।”[৬]

তবে, সকল অন্ধকারের মধ্যেও আলোর অস্তিত্বের প্রতি টান অনুভব করেছেন কবি। সংঘর্ষে ভরা এই পৃথিবীতে মানুষের আর্তনাদ, কুশ্রী নিষ্পেষণ, অসংগতিতে ভারাক্রান্ত হয়েছে কবি মন। তবুও গতানুগতিকতার আবহে ক্লান্ত কবি অস্বীকার করতে পারেন নি বাস্তবকে। গতি আর স্থবিরতা – এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছে কবি শঙ্খ ঘোষের কবিমানস। দিশেহারা কবি সংকটমুক্তির পথ খুঁজতে চেতনে-অবচেতনে আশ্রয় খুঁজেছেন প্রকৃতির কাছে। এক পরম শান্তি, নিশ্চয়তার টানে কবি লিখেছেন-

“পৃথিবী তো এ-রকমই।
এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে, ভাবি।
বটের ঝুরির মতো আমাদের–আমার–শরীর ঘিরে
কত কত অভিজ্ঞতা নেমে এল
সম্বলবিহীন। ইতিহাসহীন।
তার পর, ভোরের সামান্য আগে
সীমান্তসান্ত্রির গুলি বুকে এসে লাগে–
মরণের আগে ঠিক বুঝতেও পারি না আমি শরীর লুটাব কোন্ দেশে।”[৭]

প্রতিদিনের শ্রমে, ক্লান্তিতে, ক্ষয়ে যাওয়া মানুষদের প্রতিও কবি শঙ্খ ঘোষের মধ্যে ছিল অসাধারণ মমতা। মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, গভীর ভালোবাসা, বিশ্বাস- এ সবের প্রতি যেমন ছিল কবির আস্থা; তেমনি ছিল সেই ভালোবাসা, সেই বিশ্বাসের পরাজয়, মৃত্যুর বাস্তবতার বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা। তাই তাঁর কবিতায় শব্দের খোলস ভেঙে ভিতরের মনস্তাত্ত্বিক নির্যাসের রসটুকু বুনে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। শাশ্বত রাত্রি আর অনন্ত সূর্যোদয়ের গভীরতায় শব্দচ্চারণের জটিলতা ভেঙে দিয়ে রচনা করেছেন গভীরতর অনুভূতির জায়গা-

"সবকিছু মুছে নেওয়া এই রাত্রি তোমার সমান
সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি পড়ে। কখনো কখনো
কাছে দূরে জ্বলে ওঠে ফসফরাস। কিছুরই কোথাও
ক্ষান্তি নেই। প্রবাহ চলেছে শুধু তোমারই মতন
একা একা, তোমারই মতন এত বিকারবিহীন।
যখনই তোমার কথা ভাবি তবু, সমস্ত আঘাত
পালকের মতো এসে বুকের উপরে হাত রাখে
যদিও জানি যে তুমি কোনোদিনই চাওনি আমাকে।"[৮]

আসলে বিদ্রোহ, বিপ্লবের উত্তাপ থেকে সরে এসে মানুষের মন চায় প্রেমের উত্তাপ, শান্তি। কবিও জীবনদেবীকে পরিয়ে দিতে চেয়েছেন হার মানা হার। এই জীবনদেবী কখনো ধরা দিয়েছে জীবনের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে। কখনো বা এই মানবী আপন চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। যার জন্য কবি হৃদয়ে জেগেছিল সাধনা, যার কান্নায় গলে গেছে অনেক বিষাদের পাথর। প্রেমের বেদনা, আবেগ, আনন্দ, বিচ্ছেদ, মিলন, ত্যাগ – সবকিছু গভীরভাবে ছুঁয়ে গেছে কবিকে। সে ভাবনায় প্রকৃতি যেন কখনো কখনো ধরা দিয়েছে আকাঙ্ক্ষিত নারী রূপে। যার ভাবনায় কবি লিখেছেন-

"ছিল-বা হাসির চপলতা। পানপাতা যেন
মুছে নেয় গাল
এমনই সবুজ আভা মুখে
মনে হয়েছিল এত অনাদরে তবুও সজল
স্নেহশাখা, পাতায় পাতায় ক্রীড়াময়, কথা বলা
শিরায় শিরায়
দুধারে ছড়ানো এই প্রণতি ও উত্থান, মনে হয়েছিল
তুমি আছো, আছো তুমি। তবু...."[৯]

নাগরিক জীবনের হতাশা, সংশয়, টুকরো টুকরো চলন্ত মুহূর্তের ছবি নুড়িতে নুড়িতে পা ফেলে এগিয়ে গেছে কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। একদিকে সংশয়, অন্যদিকে বিশ্বাস; একদিকে উদাসীনতা, অচঞ্চলতা, অন্যদিকে ঘরের সন্ধান – এরকম টানাপোড়েনের অস্তিত্ব তাঁর কবিতায় লক্ষণীয়। শত আরামের পলি সরিয়ে একদিকে যেমন উঠে আসে দেশভাগের কষ্ট, তেমনি পাশাপাশি সাধারণ জীবনের চলমানতাকে অস্বীকার করা চলে না। দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা থেকে খানিক স্বস্তি পেতে, জনারণ্যের কোলাহল থেকে কিছু সময় মুক্তির জন্যে কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ধরা দিয়েছে বৃহত্তর জীবন-চেতনা থেকে নীলনদীতট, আকাশ, পাখি, ফুল, বৃক্ষশাখা ইত্যাদির পাশাপাশি আগামীর সূর্যালোকের ভাবনা। নাগরিকতার বিবর্ণ, সংকীর্ণ জীবনের মাঝে প্রকৃতির তটে, ভাবনায় ও প্রেমের অনুষঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ খুঁজে পেতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ জীবনবোধ।

Reference:

১. ঘোষ, শঙ্খ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, ত্রয়োদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৬, পৃ. ১০৬
২. তদেব, পৃ. ১০৯
৩. 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ ১', দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৪১
৪. তদেব, পৃ. ৪২
৫. প্রাগুক্ত, শঙ্খ ঘোষ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, ত্রয়োদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৬, পৃ. ১৩৫, ১৩৬

৬. তদেব, পৃ. ৪৫

৭. তদেব, পৃ. ১৮৬

৮. তদেব, পৃ. ২০২

৯. প্রাগুক্ত, ‘শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ ১’, দে’জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৩০৪

১০. ঘোষ, শঙ্খ, ‘সুপুরিবনের সারি’, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৯

১১. ঘোষ, সুজিৎ, ‘শব্দের শিল্পী শঙ্খ ঘোষ’, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪০২

১২. ভট্টাচার্য, সুতপা, ‘গাঢ় শঙ্খের খোঁজে’, প্রতিভাস, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫